কে জামাতে নেতৃত্ব দেবে এটি কি পৌল সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন?

হ্যাঁ, করেন! জামাতের নেতাদের জন্য পৌল স্পষ্টভাবে যোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন এপিস্কোপোস(তত্ত্বাবধায়ক), ডিকনোস্(যাজক), এবং প্রেসবিটার(বয়ঃজেষ্ঠ্য)। এই সকল দায়িত্ব সবার জন্য নয়। এর জন্য অত্যন্ত নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন। ১ম তিমথীয় ৩:১-৭ আয়াতে পাওয়া শর্তগুলো দেখা যাক।

মূল শব্দ
τις
tis = যে কেউ

এই কথা বিশ্বাসযোগ্য যে, যদি কেউ জামাতের পরিচালক হতে চায় তবে সে একটা ভাল কাজ
করবার ইচ্ছাই করে। পরিচালককে সেইজন্য এমন হতে হবে যেন কেউ তাঁকে দোষ দিতে না পারে। তাঁর মাত্র একজন স্ত্রী থাকবে।
তিনি নিজেকে দমনে রাখবেন এবং তাঁর ভাল বিচারবুদ্ধি থাকবে। তিনি ভদ্র হবেন ও মেহমানদারী করতে ভালবাসবেন।
অন্যদের শিক্ষাদান করবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে। তিনি যেন মাতাল ও বদমেজাজী না হন,
বরং তাঁর স্বভাব যেন নম্র হয় এবং তিনি যেন ঝগড়াটে বা টাকার লোভী না হন।
তিনি যেন উপযুক্তভাবে তাঁর নিজের বাড়ীর সব কিছু পরিচালনা করেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা যেন বাধ্য ও ভদ্র হয়।
যিনি তাঁর নিজের বাড়ীর ব্যাপার পরিচালনা করতে জানেন না তিনি কি করে আল্লাহ্‌র জামাতের দেখাশোনা করবেন?
জামাতের পরিচালক যেন নতুন ঈমানদার না হন, কারণ নতুন ঈমানদার হলে তিনি হয়তো অহংকারে ফুলে উঠবেন এবং ইবলিসকে দেওয়া
শাস্তির যোগ্য হবেন। বাইরের লোকদের কাছে তাঁর সুনাম থাকা দরকার, যেন তিনি দুর্নামের ভাগী না হন এবং ইবলিসের ফাঁদে না পড়েন।

টিস ***tis*** = যে কেহ, যে কেউ(নিরপেক্ষ)

শুধুমাত্র দুইটি সর্বনাম -- *tis* and *tis*

এই সাতটি আয়াতে, পৌল নেতাদের জন্য দুটি মাত্র সর্বনাম ব্যবহার করেছেন, এবং উভয়ই নিরপেক্ষ(৩:১ *tis* = যে কেহ, *tis* =যে কেউ ৩:৫)। এই শব্দটি ব্যবহার করে পৌল নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি শুধুমাত্র পুরুষের উপরই নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি যদি শুধুমাত্র এনার(পুরুষ) ব্যবহার করতেন তাহলে এটি স্পষ্ট হয়ে যেত যে তিনি শুধুমাত্র পুরুষদের নেতৃত্বের অধিকারী করেছেন, কিন্তু তিনি টিস(যে কেউ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করুন যে প্রতিটি শব্দ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজীতে এই সর্বনামগুলো একই ভাবে ব্যবহার করলে তা, কিছুটা অদ্ভুত শোনায় "এই ব্যক্তি" বা হিজ/হার এজন্য অনুবাদে শব্দগুলো সহজ করার জন্য he, him and his ব্যবহার করা হয়েছে। দুঃখজনক ভাবে এই অনুবাদ ধার্মিক নারী ও পুরুষদের জন্য উন্মুক্ততার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে। পুরুষ হোক বা নারী উভয়ের অবশ্যই সৎ চরিত্রের হতে হবে।

বিশ্বস্ত= "এক নারী-পুরুষ"

"স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত" বা " এক স্ত্রীর স্বামী" শব্দটি যে শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তা আসলে "মিয়াস গুনাইকোস আন্দ্রা"। এতে পৌল বিবেকহীনতাকে নিষেধ করছেন এবং পবিত্রতাকে বোঝাতে চেয়েছেন যা একজন "এক নারীতে আসক্ত পুরুষ" এর মধ্যে দেখা যায়। ইফিষীয় সংস্কৃতিতে পুরুষদের ব্যভিচারের বহু পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এমন ছিল না, এবং তাদের বিশ্বস্ততা ছিল একান্ত কাম্য। আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে শুদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততা নেতৃত্বের দুটি প্রধান গুণ। যদিও বিয়ে এবং সন্তান থাকাটা আবশ্যক নয়। তাহলে পৌল এমনি স্বয়ং ঈসাও উপযুক্ত হতেন না (চির কুমার)। তবে মূল বিষয় হল বৈবাহিক জীবনে শুদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততা। সম্ভবত আজকের দিনে আল্লাহ্ নেতাদেরকে(পুরুষ অথবা নারী) গ্রহণ করতেন না, যারা অশ্লীল চিত্র দেখতে অভ্যস্ত কারণ এটিও মনকে অপরিষ্কার করে।

উপসংহার

পৌল জামাতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নেতৃত্ব দান উন্মুক্ত করার জন্য উদ্দেশ্য প্রবনভাবেই নিরপেক্ষভাবে যে কেউ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পৌল চাষের জমিতে অধিক শ্রমিক চেয়েছেন, অল্প নয়। ঈসা অধিক কর্মীর জন্য মোনজাত করতে বলেছেন। পৌল সেই দড়জা উন্মুক্ত করেছেন।

*** নেতৃত্বদানের সাথে সম্পর্কিত কিছু কথা**

পৌল ১ম তিমথীয় ৩:৮-১৩'তে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই যাজকীয় কাজের জন্য সম্ভাবনাময় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে তীতে পৌল যখন বয়ঃজেষ্ঠ্যদের গুণাবলির তালিকা করেছেন, তখনও তিনি এই একই শব্দ(টিস) বারং বার ব্যবহার করেছেন যা নিরপেক্ষতারই ইঙ্গিত করে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?